ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আমির খান এবার ফিরছেন কিশোর কুমার হয়ে

পৃঃ ৫

ভিনিসিয়ুসের হ্যাটট্রিক; রিয়ালের অবিশ্বাস্য জয়!

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৯০ ● কলকাতা ● ১১ কার্তিক, ১৪৩১ ● সোমবার ● ২৮ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের, খুশিতে আত্মহারা সকলে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর আবহেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার । সুপ্রিম কোর্টের তোপের মুখে পড়ে আগেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে রাজ্য সরকার বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ করেছিল। এবার ফের সিভিক ভলান্টিয়াদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।প্রসঙ্গত, আর জি কর হাসপাতালে তরুণী ডাক্তার ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি কলকাতা পুলিশের এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। খুনের ঘটনায় সঞ্জয়ের যোগ নিয়ে একাধিক প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে সিবিআই চার্জশিটে। আর জি কর মামলার শেষ শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, হাসপাতাল এবং স্কুলের মত সংবেদনশীল জায়গায় সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা যাবে না। তাই এবার ট্রাফিক-সহ নিরাপত্তার কাজে তাদের লাগানোর উপর আরও জোর দেওয়া হচ্ছে।যা নিয়ে চিন্তা কেটেছে সিভিকদেরও। খুশি হয়েছেন তারা।

বিগত বহু সময় ধরে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের 'দাদাগিরি'র নানা নিদর্শন সামনে এসেছে। সম্প্রতি আর জি কর ঘটনার পর সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে কলকাতায় এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে শনিবার রাতে বিএসএফের বিমানে কলকাতা এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার রাত ১০ঃ২৫ নাগাদ অমিত শাহকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিএসএফের বিমান। এরপর তিনি রাত্রি বাসের জন্য রাজারহাটের একটি হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে রবিবার সকালে বিএসএফের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য তিনি হেলিকপ্টারে কল্যানী যাবেন। দুপুরে কলকাতায় ফিরে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে যোগ দেবেন। এছাড়াও আসন্ন উপ নির্বাচন উপলক্ষে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই বৈঠকেই তিনি বিজেপি সাংগঠনিক হাল - হকিকত সম্পর্কে ড: সুকান্ত মজুমদার এবং শুভেন্দু অধিকারীর কাছে খোঁজ - খবর নেবেন। তারপর রাজারহাটে হোটেলে ফিরে মধ্যাহ্নভোজ ছেড়ে সন্ধ্যার মধ্যে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তবে তাঁর এই নির্ধারিত কর্মসূচির মধ্যে কোন একটি সময় বার করে আরজিকর হাসপাতলের মৃত তরুণী চিকিৎসকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নির্যাতিতার বাবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়ে তার সাথে দেখা করার সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর ব্যস্ত কর্মসূচির মধ্যে অভয়ার পরিবারের সাথে দেখা করবেন কিনা তা এখনও চূড়ান্ত নয়। যদিও রাজ্য বিজেপি চাইছে অভয়ার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আরজি কর ইস্যুতে যেভাবে সর্বত্র সরগরম হয়ে আছে তাতে অমিত শাহ -র মত সর্বভারতীয় হেভিওয়েট নেতা মৃত চিকিৎসকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিচারের দাবীকে সমর্থন জানালে আন্দোলন আরো দৃঢ় হবে।

ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে আওয়ামী লীগ

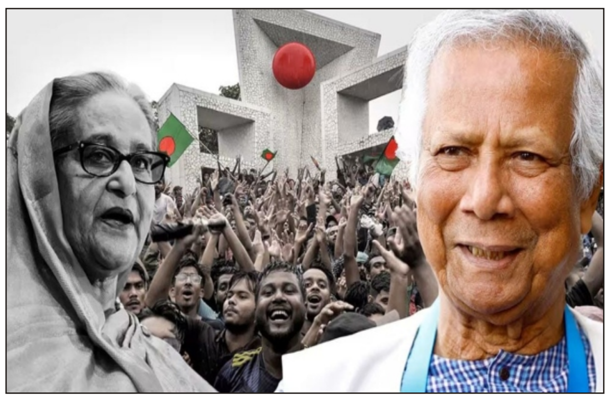

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে খুব শীঘ্রই আন্দোলন শুরু করবে আওয়ামী লীগ। এমনই পরিকল্পনা করছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল। শুক্রবার দলটির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী এই তথ্য জানিয়েছেন। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে পড়ে ভারতে পালিয়ে আসেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর আওয়ামী লীগের কয়েক ডজন নেতাও দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। পলাতক এসব নেতার মধ্যে শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলও রয়েছেন। তাঁদের কথায়, তাঁরা এবার জোট বেঁধে ঘুরে দাঁড়াতে চান। ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে চান তাঁরা।এই নিয়ে শফিউল আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, 'আমরা আন্দোলন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করার পরিকল্পনা করছি।' একইসঙ্গে তিনি আরও জানান, দলের নেতাদের একত্রিত করতে কাজ করা হচ্ছে।অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করার জন্য অন্যান্য সমমনা রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। আগামী দুই সপ্তাহ বা এক মাস পরে-আমরা আন্দোলনে নামতে পারি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'এই সরকার হল সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। আমরা যদি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, সারা দেশে বিক্ষোভ করি তাহলে এই সরকার আর টিকবে না।'

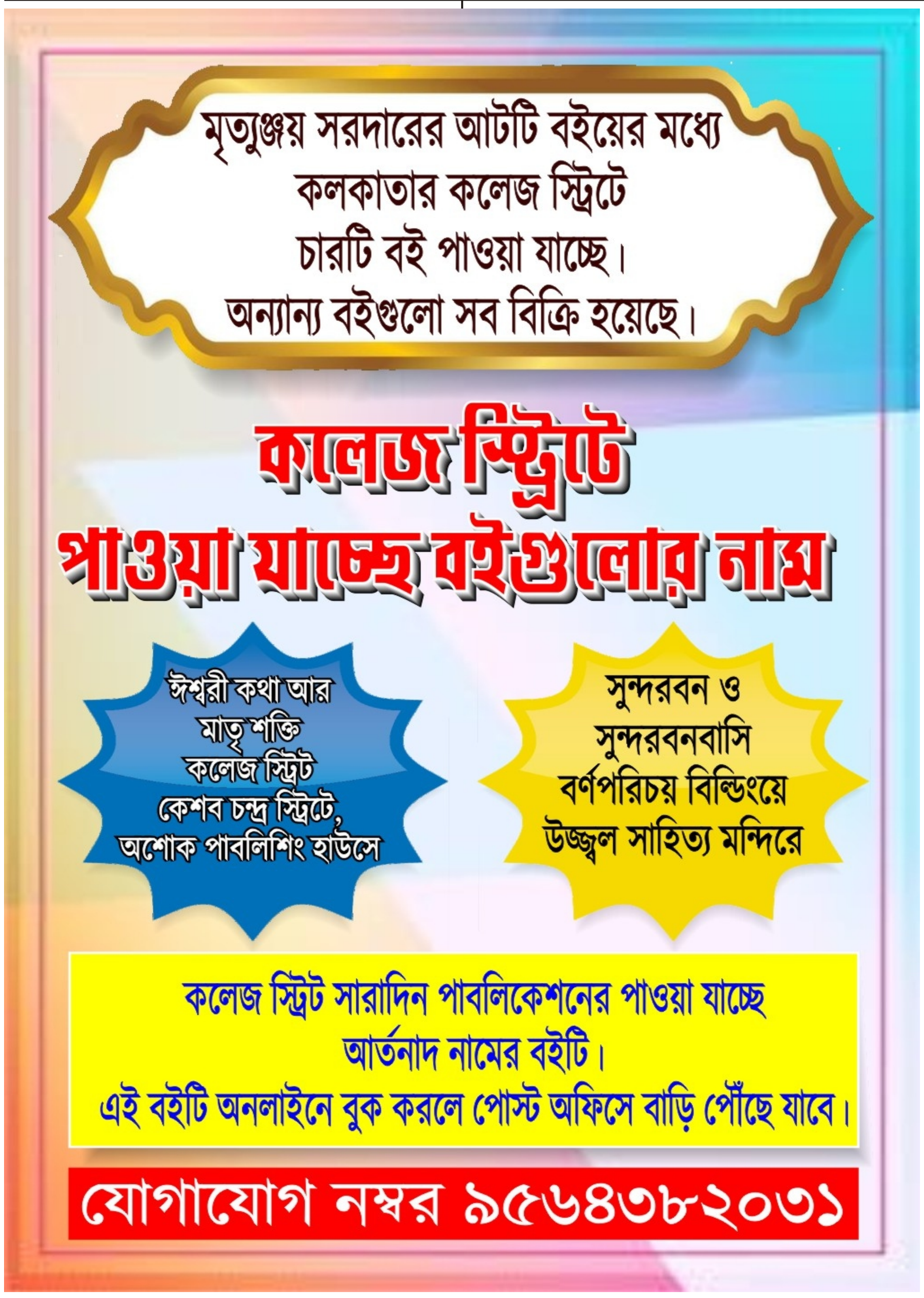

'টাকা নিয়েছেন' ওসি! 'দিদিকে বলো'তে

ভয়ঙ্কর অভিযোগ, মিলল সেই অর্থ?

বীরভূম: নিউজ সারাদিন : বাড়ি তৈরি করা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামলা। আর এই প্রেক্ষিতেই টাকা চাওয়া এবং টাকা নেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠল কীর্ণাহার থানার ওসির বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীর দাবি, দিদিকে বলোতে জানাতে মিলেছে টাকা ফেরতের আশ্বাস। যদিও এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি কীর্ণাহার থানার ওসির।অভিযোগকারীর স্ত্রীর দাবি, এরপর তিনি ফোন করে 'দিদিকে বলো'তে ফোন করে অভিযোগ জানান। যদিও, কীর্ণাহার থানার ওসি শেখ আসরাফুল অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে জানিয়েছেন এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

ওসির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পর অভিযোগকারী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তাঁর স্ত্রীকে ডেকে পাঠান বোলপুরের এসডিপিও রকি আগরওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন বোলপুরের এসডিপিও।

বাড়ির মালিকের দাবি, দোতলা তৈরি করা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা চলছিল অভিযোগ, সুযোগ বুঝে ১ লক্ষ টাকা দাবি করেন থানার ওসি। টাকা দিতে না পারায় তাঁকে ধরে মারধর এবং থানায় আটকে রাখা হয় বলেও অভিযোগ। বাধ্য হয়ে দিতে হয় ১০ হাজার টাকা।

অবশেষে 'দিদিকে বলো'তে অভিযোগ করায় মিলল টাকা ফেরতের আশ্বাস। এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে বীরভূমের কীর্ণাহার থানার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে। অভিযোগকারী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'আমি দু'তলা বড়ি করতে যাই। আমার প্রতিবেশীর বাধা দেয়। কোর্টে যায়। মিটেও যায়। কিন্তু তারপর পুলিশ ডাকে। ডেকে বলে কীর্ণাহার থানার ওসি বলে ঘর করবি কী করে। এক লক্ষ টাকা দে। ঘর কর। ৫০ হাজার টাকার কথা বলে। সেদিন ছেড়ে দেয়। আমাকে একদিন তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে ৫০ হাজার চায়, না দিতে পারায় লকাপে রাখে। আমি ২০ হাজার টাকায় রাজি হই।'

পদাতিক বাহিনী দিবস উপলক্ষে

সমস্ত স্তরের কর্মী এবং প্রবীণদের

অদম্য চেতনা ও সাহসকে কুর্নিশ প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ২৭ অক্টোবর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পদাতিক বাহিনী দিবস উপলক্ষে পদাতিক বাহিনীর সমস্ত পদ মর্যাদার কর্মী এবং প্রবীণদের অদম্য চেতনা ও সাহসের প্রশংসা করেছেন।

এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন:

"পদাতিক বাহিনী দিবসে যাঁরা আমাদের নিরলসভাবে রক্ষা করে চলেছেন, পদাতিক বাহিনীর সেই সব সমস্ত স্তরের কর্মী ও প্রবীণদের অদম্য চেতনা ও সাহসকে আমরা সকলে কুর্নিশ জানাই। যে কোনও প্রতিকূলতার মুখে তাঁরা সর্বদাই আমাদের পাশে দাঁড়ান এবং আমাদের দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করেন। পদাতিক বাহিনীর শক্তি, শৌর্য এবং কর্তব্যপরায়ণতা প্রতিটি ভারতবাসীকে প্রেরণা জোগায়।"

স্বামীকে কুপিয়ে 'খুন',

পরে রয়েছে স্ত্রীর বিবস্ত্র দেহ, ভাঙড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য

বারুইপুর: নিউজ সারাদিন : স্বামীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ভাঙ্গড় এলাকায়। কিছুটা দূরে উদ্ধার স্ত্রীর অর্ধনগ্ন দেহ। দম্পতির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের চন্দনেশ্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাল, কেনই বা খুন হতে হল দম্পতিকে, এই ঘটনা ঘিরে এমনই নানা প্রশ্নের ভিড়। চন্দনেশ্বর থানার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে কার্যত তাজ্জব হয়ে যান মৃতের ছেলে। তিনি দেখেন, ঘরে পড়ে রয়েছে বাবার দেহ। গোটা শরীরে একাধিক ক্ষতচিহ্ন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা ঘর। মা পড়ে রয়েছেন বিছানায়। নিথর দেহটি বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই দৃশ্যে কার্যত আঁতকে ওঠেন ছেলে। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। তাঁর আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চন্দনেশ্বর থানার পুলিশ। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বাইরে থেকে কেউ

এরপর ৩ পাতায়

দিঘা যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা,

একসঙ্গে চারজনের মৃত্যু, রক্তাক্ত জাতীয় সড়ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কালীপুজোর প্রাক্কালে পথ দুর্ঘটনায় শনিবার মৃত্যু হল চারজনের। ঘাটাল থেকে দিঘার উদ্দেশে যাওয়ার পথে এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার মুখে পড়ল একটি গাড়ি। মেচেদা হয়ে জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার সময় নিমতৌড়ির কাছে দুই সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে গাড়িটি। আসলে ততক্ষণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ছুটছিল গাড়িটি।এছাড়া ওই মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পথ দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তমলুক থানার পুলিশ। আর ওই গাড়িটিকে উদ্ধার করে তমলুক থানায় নিয়ে যায়। গাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের পরিচয় এখনও মেলেনি। তবে স্থানীয় ব্যক্তিদের পরিচয় মিলেছে। মৃতদের মধ্যে একজনের নাম রাজেন্দ্র সামন্ত, আর একজনের নাম প্রশান্ত রায়। বাকিদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। আজ, রবিবার সকাল থেকে সেই উদ্যোগ ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে।তারপর একটি গাছে ধাক্কা মারে। আর গাড়িটি নয়নজুলিতে উল্টে যায়। ভয়াবহ এই পথ দুর্ঘটনায় একসঙ্গে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে হলদিয়া মেচেদা ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে তমলুক থানার ভান্ডারবেড়িয়া এলাকায়। এদিকে ঘাতক গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারতেই সব ওলটপালট হয়ে যায়। আর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই সাইকেল আরোহীর। এই পথ দুর্ঘটনায় আহত হন একাধিক ব্যক্তি। এই পথ দুর্ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। পথ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আহতদের মধ্যে আরও দু'জন মারা গেলে সংখ্যা ৪ জনে পৌঁছয়। শনিবার বেশি রাতে মেচেদার দিক থেকে একটি গাড়ি দিঘার দিকে যাচ্ছিল। ভান্ডারবেড়িয়ার কাছে তিনজন সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে একটি গাছে ধাক্কা মারে। তার পর উল্টে যায় নয়নজুলিতে। গাড়ির গতিবেগ তীব্র ছিল বলেই গাছে

এরপর ৩ পাতায়

কদর কমেছে কালীপুজোয় মাটির প্রদীপের,

তবুও আশাবাদী জেলার মৃৎশিল্পীরা

২৮ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর: নিউজ সারাদিন : হাতে গোনা আর মাত্র ৪ দিন আর তারপরই সারা দেশ সহ আপামর বাঙালী আলোর রোশনাইয়ের উৎসব দীপাবলি উৎসব তথা কালীপুজোর আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠবে। চলতি মাসের ৩১ অক্টোবর ঘোর অমাবস্যায় অন্ধকারকে দুরে সরিয়ে আলোক জ্বেলে ঝকঝকে করতে মা কালী মর্তে আবির্ভূতা হবেন। কিন্তু যাঁদের মাটির প্রদীপে ঝলমল করে বা করেছে উৎসবের আঙিনা, সেই মৃৎশিল্পীদের ঘরেই এখন অন্ধকার। কারণ, বাজারে চিনা বাল্ব ও নানান বাহারি আলোর টুনি বাল্বের জেরে বর্তমানে কালীপুজোয় মাটির প্রদীপের কদর কমে গেছে। আর তার জন্য সৌজন্যতা রাখতে বৈদ্যুতিক মোমবাতি, টুনি লাইট প্রভৃতি এসেছে বাজারে।আগে কালীপুজো এলেই ঘর আলো করতে মাটির প্রদীপের চাহিদাই থাকত বেশি। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে গৃহস্থরা ঝুঁকেছেন তুলনায় সস্তা এবং বাহারি বৈদ্যুতিক আলোর দিকে। এই পরিস্থিতিতে কালীপুজোর মুখে দুঃশ্চিন্তার মুখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমোররা। মাটির প্রদীপের কদর কমতে থাকায় এই কাজ ছেড়ে অনেকেই এখন অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছেন।আলোর উৎসব তথা দীপাবলীতে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে মাটির প্রদীপের আলো। তবে প্রদীপের চাহিদা কমলেও হাল ছাড়েননি জেলার অনেক মৃৎশিল্পীরা। সারা রাজ্য জুড়েই মৃৎশিল্পীরা পুজোর নানা উপকরণের সঙ্গে মাটির তৈরি প্রদীপ তৈরি করে আসছেন বংশ পরম্পরায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতি বাজারে চলে আসায় প্রাচীন সেই মাটির প্রদীপ হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু বাজারে সেই প্রদীপের কম চাহিদা থাকায় প্রায় বন্ধের মুখে এই শিল্প।জেলার বিভিন্ন গ্রামের বহু কুমোর পরিবার আগে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল এখন সেটা কমে দাঁড়িয়েছে। মৃৎশিল্পীরা দীপাবলিকে সামনে রেখে ব্যস্ত নানা ধরনের প্রদীপ তৈরি করতে। তবে বেশ কিছু মৃৎশিল্পীর গলায় আক্ষেপের সুর। তাঁরা বলেন, "আজকালকার ডিজিটাল যুগে যে হারে চায়না লাইট, টুনি বাল্ব ও নানা ধরনে এলইডি লাইট এসেছে সেই তুলনায় হাতে গড়া মাটির প্রদীপের বিক্রয় কমেছে, কমেছে তার কদর"।লাভ কম হলেও কুমোরদের আশা এই বছর তাঁরা লাভের মুখ দেখবেন। তাঁরা আরও বলেন, বর্তমানে মাটি ও খড়ির দামও বেড়েছে। কিন্তু প্রদীপের দাম বাড়ছে না। যাতে কোনও রকম খাওয়া খরচটা ওঠে। যদিও এখনো আগামী দিনে মাটির প্রদীপের চাহিদা ক্রমশ বাড়বে বলে আশাবাদী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মৃৎশিল্পীরা।

পুরোনো কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান করতে

তপসিয়াতে হল তৃনমূলের বিজয়া সম্মেলন

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : সারা রাজ্যের পাশাপাশি জঙ্গলমহলে অনুষ্ঠিত হল তৃনমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলনী সভা। দলীয় কর্মী এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদান ও আগামী বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করল ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ব্লকের তপসিয়া কন্যাশ্রী মঞ্চে হয় বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি টিঙ্কু পাল,জেলা নেতা লোকেশ কর, সত্যরঞ্জন বারিক, স্বপন পাত্র, শঙ্কর প্রসাদ দে প্রমুখ। এদিনের কর্মসূচিতে দলীয় কর্মীদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আগামী বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে দলীয় সংগঠন বিস্তারের বার্তা দেন উপস্থিত থাকা নেতৃত্বরা। কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা তৃণমূলের সভাপতি দুলাল মুর্মু আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দেন। পাশাপাশি বিজেপির মায়াজাল এবং চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার বার্তা দেন। ব্লক তৃণমূলের সভাপতি টিঙ্কু পাল দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন আগামী বিধানসভা ভোটে ব্লক থেকে বিপুল ভোটে জয়ী করার বার্তা দেন। এছাড়াও আগামী দিনে বুথ স্তরে দলীয় সংগঠন আরো মজবুত করতে দলীয় কর্মীদের একত্রিত ভাবে লড়াই করার বার্তা দেন প্রসঙ্গত,গত বিধানসভা ভোটে

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের, খুশিতে আত্মহারা সকলে

সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। আর জি কর মামলার শেষ দুই শুনানিতে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ভৎসর্নার মুখে পড়ে রাজ্য সরকার।

এদিকে উত্তপ্ত আবহেই সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সিভিককে নিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর চেয়ে পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এবার এই সব প্রশ্নের 'জবাব' দিতেই কলকাতা পুলিশে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের দেওয়া হবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে।সূত্রের খবর, এবার থেকে সিভিকদের একুশ দিনের নন-রেসিডেনসিয়াল প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কলকাতা পুলিশের তরফে। লালবাজারের শীর্ষকর্তাদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের খবর সামনে আসতেই মুখে হাসি ফুটেছে সিভিকদের। কারণ এই প্রশিক্ষণ মিললে তারা আরও অনেক এমন কাজ করতে পারবেন যা এখন তারা করতে পারেন না।

জানা যাচ্ছে, আগামী ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে যাবে সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ শিবির। পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রথম ধাপে ১৬০ জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নামের তালিকা জমা করতে হবে লালবাজারে। ধাপে ধাপে সকলের প্রশিক্ষণ হয়ে যাবে একে একে। এই প্রশিক্ষণ নিয়ে লালবাজার তরফে নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে।

২ পাতার পর

পুরোনো কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান করতে তপসিয়াতে হল তৃনমূলের বিজয়া সম্মেলন

তৃণমূলের কাছে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায় রাজ্যের বিরোধী দুই দল বিজেপি ও সিপিএম। তৃণমূলের বিপুল জয়ের পর কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধী নেতারা। কিন্তু আদতে তাদের একের পর এক শক্ত ঘাঁটি দুমড়ে- মুচড়ে দেয় তৃণমূলের সৈনিকরা। এবার টার্গেট সামনের বিধানসভা ভোট। বিজয়া সম্মিলনীর মধ্যে দিয়ে জনসংযোগ বাড়িয়ে দলকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা তৃণমূলের। ইতিমধ্যে জেলার চার বিধানসভায় মুছে গিয়েছে বিজেপি ও সিপিএম। আগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের সৈনিক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি করে বিপুল শক্তি অর্জন করতে চলেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসে।

২ পাতার পর

দিঘা যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা, একসঙ্গে চারজনের মৃত্যু, রক্তাক্ত জাতীয় সড়ক

ধাক্কা লাগতেই গাড়ির ইঞ্জিন খুলে বেরিয়ে যায়। আর চারজনের মৃত্যু হয়। দু'জন স্থানীয় এবং বাকি দু'জন ওই গাড়ির আরোহী। মৃত দুই গাড়ির আরোহীর মধ্যে একজন মহিলা আছেন।অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার বেশি রাতে একটি গাড়ি মেচেদা থেকে দিঘার দিকে তীব্র গতিতে যাচ্ছিল। মেচেদা-হলদিয়া ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর তমলুক থানার ভান্ডারবেড়িয়ার কাছে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তিনজন সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে ঘাতক গাড়িটি। এমনকী রাস্তার ধারে একটি গাছে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় গাড়িটি। তারপর নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। গাছে ধাক্কা মারার পরে ব্যাপকভাবে আহত হন গাড়ির যাত্রীরা। তাঁদের সকলকে উদ্ধার করে তমলুকের তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজে আহত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়ির ভিতরে দীর্ঘক্ষণ আটকে ছিলেন গাড়িটির চালক।

২ পাতার পর

স্বামীকে কুপিয়ে 'খুন', পরে রয়েছে স্ত্রীর বিবস্ত্র দেহ, ভাঙড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য

ঘরে ঢুকে কেউ হয়তো খুন করেছে দম্পতিকে। এই ঘটনার নেপথ্য কারণও স্পষ্ট নয়। পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা।

ভাঙড়ের চন্দনেশ্বর এলাকার বাসিন্দা ওই দম্পতি। স্বামী পেশায় সবজি ব্যবসায়ী। দোতলা বাড়ি ছিল তাঁদের। শনিবার রাতে খাবারদাবার খেয়ে একসঙ্গে ঘুমোতে যান। রাতে মহিলা তাঁর বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ভিডিও কল করেন। এর পর রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ছেলে দেখেন তাঁর বাবা-মা ঘুমোচ্ছে। বেলা বাড়লেও তাঁদের সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। তাতেই সন্দেহ জাগে। দরজা ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখেন ভিতরের ছিটকানি ভাঙা।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে প্রার্থী তালিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট রাহুল গান্ধী

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে দলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী অসন্তুষ্ট। আগামী ২০ শে নভেম্বর মহারাষ্ট্রে এক দফাতেই হতে চলেছে বিধানসভা ভোট। তার জন্য ২৯ শে অক্টোবর মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু তার দুদিন আগেই আসন রফা নিয়ে বিরোধী জোটের মধ্যে জট বাদ দিয়ে শুরু করেছে।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে মোট ২৮৮টি আসনের মধ্যে ২১৭ টি আসনে এখনো পর্যন্ত মহা বিকাশ অঘারি প্রার্থী দিতে পেরেছে। রবিবার কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে ১৬টি আসনে। শনিবার ২৩ টি আসনে তারা প্রার্থী ঘোষণা করেছিল। আবার দ্বিতীয় তালিকায় উদ্ভব ঠাকরের শিবসেনা ১৫টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এই নিয়ে তাদের মোট ৮০টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। অন্যদিকে শরদ পাওয়ারের এনসিপি ৬৬ টি আসনে প্রার্থী দিলেও একই আসনে জোটে থাকা দুই দলই প্রার্থী ঘোষণা করেছে।

এনডিএর শরিকরা যখন আসন রফা নিয়ে জট কাটার আশায় রয়েছে আর মাঝেই মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের স্ক্রিনিং কমিটির ওপর অসন্তুষ্ট রাহুল গান্ধী। তবে সূত্রের খবর রাজ্যের কিছু প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে তালিকা করা হয়েছে এই অভিযোগে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাহুল গান্ধী।

কংগ্রেসের শক্তপোক্ত সংগঠন যেখানে আছে সব জায়গায়ও উদ্ভব ঠাকরের শিবসেনাকে কেন আসন দেওয়া হল প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মহারাষ্ট্রে জোট শরিকদের কাছে কংগ্রেস তাদের দাবি দাওয়া রাখতে ব্যর্থ হয়েছে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাহুল গান্ধী।

কংগ্রেস চেয়েছিল মহারাষ্ট্রে অন্তত ১১০ টি আসনে লড়তে। কিন্তু উদ্ভব ঠাকরের দল তা মানতে রাজি হয়নি। ৮৫ - ৮৫- ৮৫ আসনে সূত্র ঘোষণা করা হয়েছে। চলতি বছরে লোকসভা নির্বাচনে আসন সংখ্যা ৯৯ তে পৌঁছে যাওয়ায় কংগ্রেসের অন্তরে একটা ফিল গুড ফ্যাক্টর তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হরিয়ানায় অপ্রত্যাশিতভাবে হারের পর সেই ফিল গুড ফ্যাক্টর উধাও হয়ে গিয়ে দোষারোপের খেলা শুরু হয়ে গেল। মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রভাবিত করেছে। রাহুল গান্ধী মনে করছেন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আসন উদ্ভব ঠাকরের শিবসেনাকে মুম্বাই এবং বিদর্ভ কংগ্রেসের এই দুই শক্ত ঘাঁটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্রে আসন রফর নিয়ে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিধায়ক দলের নেতা বালা সাহেব থোরাট, দলের রাজ্য রমেশ চেন্নিথালা, সভাপতি নানা পাটোলেকে। কিন্তু এই তিন নেতা যেভাবে আসন রফা করেছেন তাতে ক্ষুব্ধ রাহুল গান্ধী। শুধু তাই নয় মহারাষ্ট্র নির্বাচনে দলের প্রার্থী তালিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। রাহুল গান্ধী মনে করছেন এই প্রার্থী তালিকায় ওবিসিদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী প্রাধান্য পেয়েছে বাকিরা উপেক্ষিত। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো রাহুল গান্ধীর যে আসন রফাকে লোকসান বলে মনে করছেন সেই আসন রফাও এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

"আচ্ছে দিন আর বেশি দূরে নেই। ২০২৬ থেকেই শুরু হবে আচ্ছে দিন" -- কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার পেট্রাপোল বন্দরের অত্যাধুনিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের উদ্বোধন করে বলেন "আচ্ছে দিন আর বেশি দূরে নেই। ২০২৬ থেকেই শুরু হবে আচ্ছে দিন"।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতায় এসে ২০২৬ সালে বিধানসভার নির্বাচনের ঢাকে কাঠি দিলেন। তাঁর বার্তায় বাংলার তৃণমূল সরকারের সমালোচনা উঠে এলো। বাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ প্রকাশ করেন তিনি। বনগাঁয় দাঁড়িয়ে আরো একবার অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ উঠে এলো তাঁর মুখে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,বাংলাদেশ থেকে ৫-৬ হাজার লোক এখানে চিকিৎসা করাতে আসেন। কল্যাণী এইমস এ চিকিৎসা করাতে এলে সাধারণ মানুষের অনেকটাই অর্থনীতির উপকার হয়। কিন্তু অবৈধ আসা-যাওয়া হলে বাংলার শান্তি বিঘ্নিত হয়। ২০২৬ এ ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেবার কথাও ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরে ইউপিএ জমানার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির ১০ বছরে বাংলার জন্য বরাদ্দের হিসাব। তার সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন ইউ পি এ সরকারের মন্ত্রিত্বে তৃণমূল সরকার ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলার উন্নয়নে যে বদ্ধপরিকর এই দাবিও করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' (১১৫ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। মন কি বাতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন যে আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত কোনটি তাহলে তো অনেক ঘটনাই মনে পড়ে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা মুহূর্ত বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সেই মুহূর্তটি হলো যখন গতবছর ১৫ ই নভেম্বর আমি ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে ওঁর জন্মস্থান ঝাড়খণ্ডের উলিহাতু গ্রামে গিয়েছিলাম। আমার উপর এই যাত্রার অত্যন্ত গভীর প্রভাব পড়েছিল। আমি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যার এই পবিত্র ভূমির মাটি নিজের মাথায় ছোঁয়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে। সেই মুহূর্তে আমি কেবল স্বাধীনতার সংগ্রামের শক্তিকে অনুভব করেছিলাম তাই নয়, এই ধরিত্রীর শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ারও সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি উপলব্ধি করেছিলাম কীভাবে একটি সংকল্প পূরণ করার সাহস দেশের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য বদল করতে পারে।

বন্ধুরা, ভারতে প্রত্যেক যুগে কিছু বাধা বা চ্যালেঞ্জ এসেছে এবং প্রতি যুগেই এমন অসাধারণ ভারতবাসীরা জন্ম নিয়েছেন যারা এই চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করেছেন। আজ মন কি বাতে আমি সাহস এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এমন দুজন মহানায়কের বিষয়ে আলোচনা করব। দেশ তাদের সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের সংকল্প করেছে। ৩১ শে অক্টোবর থেকে সর্দার প্যাটেলের সার্ধশতবর্ষ শুরু হচ্ছে। এরপর ১৫ই নভেম্বর থেকে ভগবান বিরসা মুন্ডার সার্ধশতবর্ষ শুরু হবে। এই দুই মহাপুরুষ পৃথক পৃথক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু দুজনের ভিশন (vision) এক ছিল - "দেশের একতা"।

বন্ধুরা, গতবছর দেশ এমন মহান দেশনায়কুনায়িকাদের জন্মজয়ন্তী নব উদ্যমে উদযাপন করে নবীন প্রজন্মকে নতুন প্রেরণা দিয়েছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে যখন আমরা মহাত্মা গান্ধীজীর সার্ধশতবর্ষ উদযাপন করেছিলাম তখন অসাধারণ কত কিছু হয়েছিল। নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার থেকে আফ্রিকার ছোট্ট গ্রাম পর্যন্ত বিশ্বের মানুষ ভারতের সত্য ও অহিংসার বার্তাকে বুঝেছিল, তাকে পুনরায় জেনেছিল, তাকে যাপন করেছিল। নবীন থেকে প্রবীণরা , ভারতীয় থেকে বিদেশীরা প্রত্যেকে গান্ধীজীর উপদেশগুলি নতুন তথ্যের আলোয় বুঝেছেন, নতুন বৈশ্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে জেনেছেন। যখন আমরা স্বামী বিবেকানন্দজীর সার্ধশতবর্ষ উদযাপন করি তখন দেশের নব্যযুবারা ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিকে নতুন পরিভাষার মাধ্যমে বুঝেছেন। এই কর্মসূচিগুলি আমাদের এই উপলব্ধি দিয়েছে যে আমাদের মহাপুরুষরা অতীতে হারিয়ে যান না, বরং তাঁদের জীবন আমাদের বর্তমানকে ভবিষ্যতের পথ দেখায়।

বন্ধুরা, সরকার রাষ্ট্রীয় স্তরে এই মহান ব্যক্তিদের সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আপনাদের সহযোগিতাই প্রাণসঞ্চার করবে এই উদ্যোগে, সজীব বানাবে একে। আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব এই উদ্যোগের অংশীদার হতে। লৌহপুরুষ সর্দার প্যাটেল সম্পর্কে আপনার ভাবনা এবং কাজ জানান হ্যাশট্যাগ-সর্দার-ওয়ানফিফটি-তে এবং ধরতীআবা বীরসা মুণ্ডার প্রেরণা হ্যাশট্যাগ-বীরসামুণ্ডা-ওয়ানফিফটি-র মাধ্যমে আনুন পৃথিবীর সামনে। আসুন, একসঙ্গে মিলে এই উৎসবকে ভারতের বিবিধতার মধ্যে ঐক্যের উৎসব বানাই, একে ঐতিহ্য থেকে বিকাশের উৎসব বানাই।

আমার প্রিয় দেশবাসী, সেই দিনটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের যেদিন থেকে টিভিতে ছোটা ভীমকে দেখা যেতে লাগল। শিশুরা তো কখনই ভুলতে পারবে না সেটা, কত উত্তেজনা ছিল ছোটা ভীমকে ঘিরে। আপনারা জেনে বিস্মিত হবেন যে আজ 'ঢোলকপুরের ঢোল' কেবল ভারতেরই নয় বরং অন্যান্য দেশের বাচ্চাদেরও খুব আকৃষ্ট করে। এইভাবেই আমাদের অন্যান্য অ্যানিমেটেড সিরিয়াল, কৃষ্ণা, হনুমান, মোটু-পতলুর অনুরাগী ছড়িয়ে আছে দুনিয়াজুড়ে। ভারতের তৈরি অ্যানিমেশন চরিত্র, এখানকার অ্যানিমেশন চলচিচত্র, নিজেদের বিষয়বস্তু আর সৃষ্টিশীলতার কারণে গোটা পৃথিবীতে সমাদৃত হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে স্মার্টফোন থেকে সিনেমার পর্দা অবধি, গেমিং কনসোল থেকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অবধি, সর্বত্র রয়েছে অ্যানিমেশন। অ্যানিমেশনের জগতে নতুন বিপ্লব আনার পথে চলেছে ভারত। ভারতের গেমিং স্পেসেরও বিস্তার হচ্ছে দ্রুতগতিতে। ইন্ডিয়ান গেমস্ও সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হচ্ছে। কয়েক মাস আগে ভারতের অগ্রণী গেমিং বিশারদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন ইন্ডিয়ান গেমসের বিস্ময়কর সৃষ্টিশীলতা আর গুণমান জানার ও বোঝার সুযোগ হয়েছিল আমার। সত্যি, সৃষ্টিশীল উদ্যমের এক ঢেউ বইছে দেশজুড়ে। অ্যানিমেশনের জগতে 'মেড ইন ইণ্ডিয়া 'আর' মেড বাই ইণ্ডিয়ানস' ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে আজ ভারতের মেধা বিদেশী প্রোডাকশনেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠছে। এখনকার স্পাইডারম্যান হোক বা ট্র্যান্সফর্মারস, এই দুটো ছবিতে হরিনারায়ণ রাজীবের অবদানের খুব প্রশংসা করেছে লোকজন। ভারতের অ্যানিমেশন স্টুডিওগুলো ডিজনি এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মত বিশ্বের

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২৯০ সংখ্যা ২৮ অক্টোবর, ২০২৪ সোমবার ১১ কার্ত্তিক, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

অবশেষে দাবি উঠেই গেল, কালীপুজোতেও চাই সরকারি অনুদান

বাঙালির সেরা উৎসব যে দুর্গাপুজো যে নিয়ে যেমন কোনও সন্দেহ নেই, তেমনি এই পুজোর খরচ যে অনান্য পুজোর তুলনায় কয়েকগুণ বেশি সেটা নিয়েও সন্দেহ নেই। এই কারণেই তৃণমূল জমানার আগে রাজ্যে দুর্গাপুজোর সময় জোর করে চাঁদা আদায়ের ঘটনা যেমন সামনে আসতো, তেমনি সেই সব ঘটনা ঘিরে সংঘর্ষ, মারধর মায় খুনখারাপির ঘটনাও ঘটতো।কার্যত সেই দাবিই শনিবার উঠে এল কলকাতার বুকে আয়োজিত একটি বৈঠকে। শহরের কালীপুজোর উদ্যোক্তাদের নিয়ে শনিবার সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করেছিল কলকাতা পুলিশ(কড়ষশধঃধ চড়ষরপব)। সেখানেই কালীপুজোতেও দুর্গাপুজোর ধাঁচে সরকারি অনুদানের দাবি তোলে কমিটিগুলি। আবার তাঁদের দাবি শুধু সরকারি অনুদানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁরা বিদ্যুতের বিলে ছাড় দেওয়ারও আবেদন করেছে। কমিটিগুলির দাবি, দীপাবলিও বাঙালির প্রাণের উৎসব। গোটা রাজ্য আলোর উৎসবে মেতে থাকে। তা হলে ছোট কালীপুজো কমিটিগুলি কেন বিদ্যুতের বিলে ছাড় পাবে না? এই বক্তব্য তুমুল হাততালি দিয়ে সমর্থন করেন অন্য পুজো কমিটির কর্তারাও। কমিটিগুলির দাবি, বৈঠকে উপস্থিত কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মা জানান, তিনি এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এবারে রাজ্য সরকারের তরফে সারা রাজ্যের ৪৫ হাজার ৩৩৬টি ক্লাব-পুজো কমিটির জন্য মোট ৩৮৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে অনুদান হিসাবে। সঙ্গে ছিল বিদ্যুতের ছাড়। আগামী বছর থেকেই আবার ক্লাব বা কমিটি পিছু অনুদানের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা করে চলেছে। অর্থাৎ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে সরকারের কোষাগার থেকে। এর সঙ্গে এবার দাবি জুড়ল বাড়তি অনুদানের।

আবার আর্থিক টানাটানির জেরে বহু পুরাতন পুজোও বন্ধ হয়ে যেত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সেই ছবি গত একদশকে অনেকটাই বদলে গিয়েছে এই বাংলার বুকে। এখন আর পুজোর সময় জোর করে চাঁদা আদায়ের ঘটনা সামনে আসে না। সংঘর্ষ, মারধর মায় খুনখারাপির ঘটনাও চোখে ধরা পড়ে না। সেই ছবি বদলে দেওয়ার পিছনে কাজ করেছে মুখ্যমন্ত্রীর চালু করা সরকারি অনুদান। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই অনুদান ঘিরে বিতর্ক থাকলেও, কিছু মানুষের তা পছন্দ না হলেও, দুর্গাপুজোকে ঘিরে রাজ্যের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতিতে সেই অনুদান বেশ কাজে দিয়েছে। এবার দুর্গাপুজোর মতো কালীপুজোতেও সরকারি অনুদানের দাবি তুলল বেশ কয়েকটি কালীপুজো কমিটি।গত কয়েক বছর ধরেই অবশ্য ধীরে ধীরে দাবি উঠছিল যে দুর্গাপুজোর সময় রাজ্য সরকার সরকারি অনুদান দিলে অনান্য পুজোর ক্ষেত্রে তা কেন দেবে না। কেননা রাজ্যে এমন বেশ কিছু এলাকা আছে যেখানে দুর্গাপুজো অপেক্ষা লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, কার্তিক পুজো কিংবা রাসযাত্রা বা সরস্বতী পুজোয় ধূম বেশি হয়, খরচ বেশি হয়, সংখ্যাতেও বেশি পুজো হয়। সেই সব পুজোর ক্ষেত্রে কেন সরকারি অনুদান মিলবে না, সেই প্রশ্ন উঠেছিল। যেমন - চন্দননগর, রিষড়া, কৃষ্ণনগর, বাউড়িয়া, অশোকনগর বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য। আবার বারাসত, মধ্যমগ্রাম, দমদম, রাজারহাট, পাণ্ডুয়া, হাওড়া, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি বিখ্যাত কালীপুজোর জন্য। খালনা বিখ্যাত লক্ষ্মীপুজোর জন্য। কাটোয়া, সোনামুখী, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া বিখ্যাত কার্তিক পুজোর জন্য। কালনা আর মগরা বিখ্যাত সরস্বতী পুজোর জন্য। শান্তিপুর, নবদ্বীপ, দাঁইহাট বিখ্যাত রাসযাত্রার জন্য। এই সব এলাকার মানুষেরও দাবি, এখানে দুর্গাপুজোর মতো রাজ্য সরকার অনুদান দিক। দুর্গাপুজোর সময় ওই সব এলাকার পুজোয় অনুদান না দিয়ে তা দেওয়া হোক স্থানীয় ভাবে বিখ্যাত পুজোগুলির ক্ষেত্রে। তাতে ওই সব পুজো উৎসব ঘিরে এলাকার আর্থিক কর্মকাণ্ড আরও বাড়বে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দেবী সকলকে যশ-খ্যাতি, ধনসম্পদ ও সৌন্দর্য প্রদান করেন। অন্যদিকে শ্রী-সূক্তে ঋষি কর্দম দেবীকে যেসব শব্দে সম্বোধন করেছেন, তা হল- আর্দ্রা, গজশুণ্ডাগ্রবতী, পুষ্টিরূপা, পিঙ্গলবর্ণা, পদ্মমালিনী, চন্দ্রাভা, হিরণ্ময়ী, ষষ্ঠিহস্তা, সুবর্ণা, হেমমালিনী, সূর্যাভা প্রভৃতি। কোন কোন পুরাণ মতে লক্ষ্মী দেবী (শ্রী) হলেন ভৃগুকন্যা। ভাগবত পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ ও ব্রহ্মা- পুরাণে বলা হয়েছে, ভৃগুপত্নি খ্যাতির গর্ভে শ্রী দেবীর জন্ম। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষষ্ঠ পর্ব)

ছিল- উত্তরে চিৎপুর খাল, দক্ষিণে আদিগঙ্গা, পূবদিকে লবণহ্রদ এবং পশ্চিমে হুগলী নদী। সেই লবণহ্রদের সীমানা আজকের শেয়ালদা, এবং আদি গঙ্গার উত্তর দিকের পাড়ের বিস্তৃতি ছিল আজকের চৌরঙ্গী অবধি।

পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটি সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের হাতে যায়। এঁদের পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায় চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী কালী মন্দিরও তাঁদের সম্পত্তি।

সেই অতীতে চিৎপুর থেকে একটি রাস্তা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোজা কালীঘাট পর্যন্ত গিয়েছে।

সেকালের এই রাস্তাটি বর্তমান চিৎপুর রোড, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট হয়ে একটা খালের ধারে গিয়ে শেষ হয়। খালটি তখন গোবিন্দপুর ক্রীক নামে পরিচিত ছিল। খাল পেরিয়ে চৌরঙ্গীর জঙ্গল, ভবানীপুর হয়ে রাস্তাটি কালীঘাটে শেষ হয়।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক ব্যান্ডেল ছেড়ে সুতালুটিতে চলে এসেছেন। ধীরে ধীরে ইংরেজ পর্তুগীজ সহ অন্যান্য দেশীয়রা কলকাতায় বসবাস শুরু করছে।

তখনও সেকালের সুতালুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুরের চারদিক ভীষণ জঙ্গলে ঢাকা। একদিকে শেয়ালদা অন্যদিকে হাওড়া ও দক্ষিণে চৌরঙ্গী, কালীঘাট, ভবানীপুর জায়গা কেবলমাত্র খাত, পাঁকে ভরা বাদাতে পরিপূর্ণ।

এরই ভেতরে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে।১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তার নির্মাণ শেষ হল।

দুর্গের বিপরীতে কলকাতার ইংরেজদের জন্য তৈরী হল সেন্ট অ্যান্নস চার্চ ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে। তার আগেই ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়ানরা আর্মেনিয়ান চার্চ নির্মাণ করে ফেলেছে।

ইংরেজরা বিশাল বিশাল অট্টালিকা,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' (১১৫ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

নামীদামী প্রোডাকশন কোম্পানির সঙ্গে কাজ করছে।

বন্ধুরা, এখন আমাদের যুবরা Original Indian Content তৈরি করছে, যেগুলোতে আমাদের সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো সারা বিশ্বে দেখা হচ্ছে। এখন, Animation Sector এমন একটা industry-র রূপ নিয়েছে যা অন্যান্য Industries-কেও শক্তি যোগাচ্ছে, যেমন ইদানিং VR Tourism খুব famous হয়ে উঠছে। আপনি virtual tour এর মাধ্যমে অজন্তার গুহা গুলোকে দেখতে পারেন, কোনারক মন্দিরের corridor-এ ঘুরে আসতে পারেন, কিংবা বারাণসীর ঘাটে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। এইসব VR animation ভারতের creator-রা তৈরি করেছেন। VR এর মাধ্যমে এইসব জায়গাগুলোকে দেখার পর বহু মানুষই বাস্তবে এই সমস্ত পর্যটন স্থলে ঘুরতে যেতে চাইছেন, অর্থাৎ tourist destination-এর virtual tour, লোকজনের মনে কৌতুহল তৈরি করার একটা মাধ্যম হয়ে উঠেছে। আজ এই সেক্টরে animator-দের সঙ্গে সঙ্গে story tellers, writers, voice over experts, musicians, game developers, VR এবং অজ expert-দের'ও চাহিদা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এইজন্য আমি ভারতের যুবদের বলব নিজেদের creativity কে বিস্তৃত করুন। কে জানে, হয়তো বিশ্বের পরবর্তী super hit animation-টা আপনার computer থেকে বেরোতে পারে! ঠিক পরের viral game-টা আপনার creation হতে পারে! কিংবা educational animations এ আপনার innovation-টা হয়তো বড় সাফল্য অর্জন করতে পারে। এই ২৮শে অক্টোবর অর্থাৎ আগামীকাল World Animation Day'ও পালন করা হবে। আসুন আমরা ভারতকে Global animation power house বানানোর অঙ্গীকার করি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, স্বামী বিবেকানন্দ একবার সাফল্যর মন্ত্র দিয়েছেন, তাঁর সেই মন্ত্র হলো- "কোনও একটা idea র কথা ভাবো এবং সেই idea-টিকেই তোমার জীবন করে তোলো - সেটা নিয়েই ভাবনা চিন্তা করো, সেটা নিয়েই স্বপ্ন দেখো, সেটা নিয়েই বাঁচো"। আজ 'আত্মনির্ভর ভারত অভিযান'ও সাফল্যের এই মন্ত্র নিয়েই এগিয়ে চলছে। এই প্রচারাভিযান আমাদের সমষ্টিগত চেতনার অংশ হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত, পদে-পদে আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। আত্মনির্ভরতা আমাদের policy-ই নয় আমাদের passion হয়ে গেছে। অনেক বছর নয়, মাত্র ১০ বছর আগের কথা, তখন কোন complex technology-কে ভারতে বিকশিত করার কথা যখন কেউ বলতো, বহু লোকের সেটা বিশ্বাস হতো না, অনেকেই উপহাস করতো, কিন্তু এখন সেই লোকেরাই দেশের সাফল্য দেখে বিস্মিত হন। ভারত আত্মনির্ভর হচ্ছে, প্রত্যেকটা sector-এ অদ্ভুত ভালো কাজ করছে। আপনি ভাবুন, এক যুগে mobile phone import করা ভারত আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম manufacturer হয়ে উঠেছে। ভারত, যে একসময় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনেছিল, সে এখন ৮৫টি দেশে রপ্তানি করছে। স্পেস টেকনোলজি তে ভারত আজ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানো প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে এবং একটি বিষয় যা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে তা হলো - আত্মনির্ভরতা-- এই প্রচারাভিযানটি আর শুধু সরকারি অভিযান হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই, এখন আত্মনির্ভর ভারত অভিযান একটি গণ অভিযানে পরিণত হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করা যাচ্ছে। যেমন এই মাসে আমরা লাদাখের হানলেতে এশিয়ার বৃহত্তম ইমেজিং টেলিস্কোপ "মেস"-এর উদ্বোধন করেছি। এটি ৪৩০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। জানেন এর বিশেষত্ব কি? এটি মেড ইন ইন্ডিয়া। ভাবুন, এমন একটি জায়গায় যেখানে -৩০ ডিগ্রির মতো ঠান্ডা পড়ে, যেখানে অক্সিজেনের অভাবও রয়েছে, আমাদের বিজ্ঞানীরা এবং local industry তাই করে দেখিয়েছেন যা এশিয়ার অন্য কোনও দেশ করতে পারেনি। হানলের টেলিস্কোপ হয়তো দূরের বিশ্বকে দেখছে, কিন্তু এটা আমাদের আরও একটা জিনিস দেখাচ্ছে, যা হল --- আত্মনির্ভর ভারতের শক্তি।

বন্ধুরা, আমি চাই আপনারাও একটা কাজ অবশ্যই করুন, আত্মনির্ভর ভারতের বেশি বেশি উদাহরণ, এবং এই ধরণের প্রচেষ্টাকে শেয়ার করুন। আপনি আপনার আশেপাশে কোন নতুন innovation দেখেছেন, কোন লোকাল স্টার্টআপ আপনাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে, #atmanirbhar innovation -এর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াতে এই সব বিবরণ লিখুন আর আত্মনির্ভর ভারতের উৎসব পালন করুন। এই উৎসবের মরশুমে, আমরা সকলেই এই আত্মনির্ভর ভারতের অভিযানকে আরো বেশি শক্তিশালী করি। আমরা ভোকাল ফর লোকালের মন্ত্র নিয়ে কেনাকাটা করি। এটা নতুন ভারত, যেখানে impossible শব্দটি একটি চ্যালেঞ্জ মাত্র, যেখানে মেক ইন ইন্ডিয়া এখন মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে, যেখানে প্রতিটি নাগরিক innovator। যেখানে প্রতিটি চ্যালেঞ্জই একটি সুযোগ। আমাদের কেবল ভারতকেই আত্মনির্ভর করলে চলবে না, বরং আমাদের দেশকে innovation-এর গ্লোবাল পাওয়ারহাউস হিসেবে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমি আপনাদের একটি অডিও শোনাচ্ছি।

ফ্রড কলার ১: হ্যালো

ভিকটিম: স্যার, নমস্কার স্যার

ফ্রড কলার ১: নমস্কার

ভিকটিম: স্যার, বলুন স্যার

ফ্রড কলার ১: দেখুন এই যে আপনি এফ আই আর নম্বরটি আমায় পাঠিয়েছেন এই নম্বরের বিরুদ্ধে ১৭টি কমপ্লেন রয়েছে আমাদের কাছে, আপনি এই নম্বরটি ইউজ করছেন?

ভিকটিম: না, আমি এই নম্বরটি ব্যবহার করি না

ফ্রড কলার ১: এখন আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

ভিকটিম: স্যার আমি কর্ণাটক থেকে কথা বলছি, এখন বাড়িতেই রয়েছি

ফ্রড কলার ১: ওকে, চলুন আপনি আপনার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করুন যাতে এই নম্বরটি ব্লক করা যায়। ভবিষ্যতে যাতে আপনার কোন প্রবলেম না হয়, ওকে?

ভিকটিম: হ্যাঁ স্যার

ফ্রড কলার ১: এখন আমি আপনাকে যার সঙ্গে কানেক্ট করছি, তিনি আপনার ইনভেস্টিগেশন অফিসার। আপনি আপনার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করুন যাতে এই নম্বরটা ব্লক করা যায়। ওকে?

ভিকটিম: হ্যাঁ স্যার

ফ্রড কলার ১: হ্যাঁ স্যার বলুন আমি কার সঙ্গে কথা বলছি এখন? আপনার আধার কার্ড আমায় শো করুন, ভেরিফাই করার জন্য নম্বরটি বলুন।

ভিকটিম: স্যার আমার কাছে এখন আধার কার্ড নেই স্যার। প্লিজ স্যার।

ফ্রড কলার ১: ফোন ? আপনার ফোনে আছে?

ভিকটিম: না স্যার

ফ্রড কলার ১: ফোনে আপনার আধার কার্ডের কোন ছবি নেই?

ভিকটিম: না স্যার

ফ্রড কলার ১: নম্বর মনে আছে আপনার?

ভিকটিম: না স্যার মনে নেই, নম্বরটা আমার মনে নেই।

ফ্রড কলার ১: আমাদের শুধু ভেরিফাই করতে হব। ওকে? ভেরিফাই করার জন্য।

ভিকটিম: না স্যার

ফ্রড কলার ১: আপনি ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন ন। যদি আপনি কিছুই না করে থাকেন তাহলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই

ভিকটিম: হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই।

ফ্রড কলার ১: আপনার কাছে আধার কার্ড থাকলে আমায় দেখিয়ে দিন ভেরিফাই করার জন্য।

ভিকটিম: না স্যার, না স্যার, আমি আসলে গ্রামে এসেছি, কার্ড আমার বাড়িতে রয়েছে।

ফ্রড কলার১: ওকে

দ্বিতীয় কণ্ঠ: মে আই কাম ইন স্যার?

ফ্রড কলার ১: কাম ইন

ফ্রড কলার ২: জয় হিন্দ

ফ্রড কলার ১: জয় হিন্দ

ফ্রড কলার ১: এই ব্যক্তির ওয়ান সাইডেড ভিডিও কল রেকর্ড করো এজ পার দা প্রটোকল ওকে?

এই অডিওটির লক্ষ্য কেবল তথ্য তুলে ধরা নয়, এটি মনোরঞ্জনের জন্যও নয়, এই অডিওটি আমাদের সামনে এসেছে একটি গভীর চিন্তা নিয়ে । আপনারা এইমাত্র যে কথোপকথনটি শুনলেন তার বিষয়বস্তু ছিল digital arrest-এর প্রতারণা। এই কথোপকথনটি একজন প্রতারিত ব্যক্তি, ও fraud যারা করছিল তাদের মধ্যে হয়েছিল। Digital arrest-এর fraud-এ phone যাঁরা করেন তাঁরা কখনো পুলিশ, কখনো C.B.I, কখনো narcotics বা কখনো R.B.I, এরকম বিভিন্ন ষধনবষ লাগিয়ে নকল আধিকারিক সেজে কথা বলেন এবং ভীষণ confidence-এর সঙ্গে বলেন। আমাকে 'মন কী বাতের'

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর cinema TV

কবে আসছে মুন্না ভাই এমবিবিএস-এর তৃতীয় কিস্তি?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'মুন্না ভাই এমবিবিএস' বেশ জনপ্রিয়। এবার আসতে যাচ্ছে সিনেমাটির তৃতীয় কিস্তি। এই সিনেমাটির জন্য প্রায় পাঁচটি স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করার কথা জানিয়েছেন নির্মাতা রাজকুমার হিরানি।

এই ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি নিয়ে গুঞ্জন চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। এমনকি সিনেমার প্রধান অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত এবং আরশাদ ওয়ারসিও তাদের প্রিয় চরিত্রগুলো নিয়ে আবার দর্শকের সামনে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

সম্প্রতি হিরানি একটি অনুষ্ঠানে এ সিনেমার তৃতীয় কিস্তি আনার কথা বলেন। গত ছয় মাস ধরে চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করার কথাও জানান।

মুম্বাইয়ে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের স্ক্রিন ম্যাগাজিনের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিরানি। সেখানে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "মুন্না ভাই ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য আমার কাছে পাঁচটি স্ক্রিপ্ট আছে, তবে সবগুলিই অসম্পূর্ণ। অর্ধেক শেষ করা। আমি একটি স্ক্রিপ্ট লিখতে ছয় মাস সময় ব্যয় করেছি, বিরতি দিয়ে দিয়ে কাজ করছি। আমি এর বাইরে যেতে পারছি না।"

হিরানি বলেন, "'মুন্না ভাই এলএলবি', 'মুন্না ভাই চল বেস', 'মুন্না ভাই চলে আমরিকা' এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, একটি গল্প আরেকটি থেকে ভালো হওয়া উচিত। এখন আমার মাথায় একটা ইউনিক আইডিয়া এসেছে।"

২০০৩ সালে মুক্তি পায় 'মুন্না ভাই এমবিবিএস'। এ সিনেমার সাফল্যের পর ২০০৬ সালে 'লাগে রাহো মুন্না ভাই' মুক্তি দেওয়া হয়। দুটি সিনেমাই দারুণ জনপ্রিয় হয়।

'ধুম ৪': শ্রদ্ধা কেন নেই?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'যশরাজ ফিল্মস' 'ধুম' ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিনেমায় অভিনয়শিল্পীর তালিকা চূড়ান্ত করতে হিমশিম খাচ্ছে। শোনা যাচ্ছিল রণবীর কাপুরের বিপরীতে দেখা যেতে পারে শ্রদ্ধা কাপুরকে। কারণ 'তু ঝুটি ম্যায় মক্কার' সিনেমায় তাদের রসায়ন দর্শকের পছন্দ হয়েছিল। ফলে এই জুটিকে নিয়ে আশাবাদী ছিল যশরাজ ফিল্মস।

কিন্তু লিখেছে, শ্রদ্ধা নিজেই মুম্বাইয়ের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'ধুম ৪' সিনেমার সঙ্গে তিনি নেই।

তার পরিবর্তে কিয়ারা আদভানি বা শর্বরী ওয়াগকে ভাবা হচ্ছে এমন কথা লিখেছে ভারতের কিছু সংবাদমাধ্যম। আবার কোথাও বলা হচ্ছে, কিয়ারা ও শর্বরীর মধ্যে একজন পুলিশ কর্মকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করবেন, অন্যজন হবেন দাপুটে খলনায়িকা। অর্থাৎ তিনিই হবেন রণবীরের নায়িকা।

এদিকে এ সিনেমার জন্য চুলের স্টাইল বদলে সোশাল মিডিয়ায় হইচই ফেলে দিয়েছেন রণবীর। ওজন কমিয়ে আরও ছিপছিপে হয়েছেন।

'ধুম' সিনেমার আগের তিন কিস্তিতে প্রতিবারই নতুন নতুন মুখ অভিনয় করেছে। তাই নতুন পর্ব শুরুর আগে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভূমিকায় কে কে আসছেন তা নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ থাকে।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, এবার ধুম সিরিজের দায়িত্ব নিতে চলেছেন শাহরুখ খান। কিন্তু শাহরুখ তার অন্য সব কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এ কাজে সময় দিতে পারছেন না।

এরপর দক্ষিণী সুপারস্টার সূর্যর নামও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিল না প্রযোজনা সংস্থা। কিছুদিন আগে যশরাজ ফিল্মসের কর্ণধার আদিত্য চোপড়া বলেন, তিনি মনে করেন ধুমের উত্তরাধিকার হিসেবে রণবীর উপযুক্ত। আদিত্যর সঙ্গে এ কাজটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কথাবার্তাও বলে আসছেন রণবীর। বিজয় কৃষ্ণ আচার্যের সঙ্গে বসে আদিত্য চিত্রনাট্যও চূড়ান্ত করে ফেলেছেন।

আগামী বছর থেকে দৃশ্যধারণের কাজ শুরু করতে এখন অন্যান্য অভিনয় শিল্পী নির্বাচনে ব্যস্ত আদিত্যরা ও ধুম সিরিজের প্রথম সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল ২০০৪ সালে। ওই সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন জন আব্রাহাম, অভিষেক বচ্চন, উদয় চোপড়া, রিমি সেন, এষা দেওলসহ আরও অনেকে।

প্রথম সিনেমার রেশ ধরে দুই বছর পর মুক্তি পায় 'ধুম ২'। সেখানে অভিনয় করেন হৃত্বিক রোশন, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, উদয় চোপড়া, বিপাশা বসু। সিরিজের দ্বিতীয় সিনেমাও দারুণভাবে ব্যবসাসফল হয়। আর ২০১৩ সালে 'ধুম ৩' সিনেমায় অভিনয় করেন আমির খান, ক্যাটরিনা কাইফ, অভিষেক বচ্চন ও উদয় চোপড়া।

আমির খান এবার ফিরছেন কিশোর কুমার হয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এমনিতে সময়টা ভাল যাচ্ছে না বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট খ্যাত আমির খানের। 'লাল সিং চাড্ডা' ও 'থাগস অফ হিন্দুস্তান' এর ব্যার্থতার পর নিয়েছেন টানা বিরতি। তবে এবার শোনা যাচ্ছে ভারতের খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী কিশোর কুমারকে নিয়ে বায়োপিক নিয়ে ফিরছেন আমির খান। জানা গেছে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করবেন 'বারফি' খ্যাত অনুরাগ বসু। সম্প্রতিই 'সিতারে জামিন পার'-এর শ্যুটিং সেরে ফেলেছেন আমির। যেটি কিনা আগামী ২০২৫ এ মুক্তি পাবে বলে খবর। এছাড়াও

পিঙ্কভিলা সূত্রের খবর, আমিরের ঝুলিতে নাকি রয়েছে আরও ৫ টি ছবি, যেগুলো করার জন্য নাকি বেশ আগ্রহী নায়ক। তার মধ্যে রয়েছে কিশোর কুমারের বায়োপিক।

ইতোমধ্যে প্রযোজক ভূষণ কুমারের সঙ্গে কিশোর কুমারের বায়োপিক নিয়ে আলোচনা করেছেন আমির খান ও নির্মাতা অনুরাগ। এখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে মধ্যে চার-পাঁচটি মিটিং হয়েছে বলেও খবর।

সূত্রের খবর, কিশোর কুমারের বায়োপিক অনুরাগ বসু এবং ভূষণ কুমারের এক স্বপ্নের প্রোজেক্ট। তারা সুন্দরভাবে এই প্রোজেক্টটি উপস্থাপন করতে চান। এদিকে আমির খানও কিশোর কুমারের একজন বড় অনুরাগী। আর তাই তিনিও অনুরাগ বসুকে এই কিংবদন্তির জীবন তুলে ধরার বিষয়ে সাহায্য করতে চান। পরিচালক এই ছবিটিকে একটা অন্যমাত্রা দিতে চান, নিখুঁতভাবে ছবিটি বানাতে চান। আর এই বিষয়টিই আমিরকে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী করেছে বলে খবর।

ঐশ্বরিয়াকে ঠকিয়ে অন্য প্রেমে মজেছেন অভিষেক!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চনের সম্পর্কে ফাটলের কথা বেশ কিছু দিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছে নানা মাধ্যমে। কেন দূরত্ব তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল ধন্দ। তার পরই সামনে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। শোনা যাচ্ছে, অভিষেকের জীবনেই নাকি এসেছেন অন্য কেউ। অভিনেত্রী নিমরত কৌরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরেই নাকি সংসারে অশান্তি। 'দশভি' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন অভিষেক ও নিমরত। এই ছবির শুটিং থেকেই মন দেওয়া-নেওয়ার শুরু। তার পরই নাকি বাড়ি ছেড়ে মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে একা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঐশ্বরিয়া। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জুড়ে কেবলই অভিষেকের জীবনে তৃতীয় ব্যক্তি নিমরতকে নিয়ে নানা চটুল মিম ঘুরছে।

এর মাঝে মুম্বাই বিমানবন্দরে দেখা মিলল জুনিয়র বচ্চনের। আলোকচিত্রীদের দেখামাত্রই বিরক্ত হলেন তিনি। এমনিতে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ অভিষেক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ তাকে ট্রোল করলেও কখনও মেজাজ হারাতে দেখা যায়নি তাকে। কিন্তু এ বার কী এমন করে বসলেন অভিষেক?

সম্প্রতি মুম্বাই বিমানবন্দরে দেখা যায় অভিষেককে। তিনি রওনা দিচ্ছিলেন লন্ডনের পথে, তার আসন্ন ছবি 'হাউসফুল ৫'-এর শুটিংয়ে। বিমানবন্দরে তাকে দেখামাত্রই যেন হুড়োহুড়ি পড়ে যায় আলোকচিত্রীদের মধ্যে। তার হাঁটাচলা, অভিব্যক্তি ক্যামেরাবন্দি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তারা। এই ঘটনায় বেশ বিরক্ত হয়ে অভিষেক বলেন, "ব্যস ভাই, অনেক হয়েছে, বন্ধ করুন।" তত ক্ষণে অবশ্য তার দু'হাতের পাতা জড়ো হয়ে গিয়েছে। আপাত-ভদ্রতা ভুলতে পারেননি ছোট বচ্চন। 'হাউসফুল ৫' ছবিতে অভিষেক ছাড়াও দেখা যাবে অক্ষয় কুমার, অনিল কাপুর, নানা পটেকর, চাঙ্কি পাণ্ডের মতো অভিনেতাদের। তবে সম্প্রতি তাকে নিয়ে যে গুঞ্জন চলছে সেই বিষয়ে তিনি যে বেশ বিরক্ত, তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন অভিষেক।

নিজের প্রোডাকশন হাউজ ছাড়লেন কেন করণ জোহর?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেশ কিছুদিন ধরেই বলিউডের নির্মাতা ও পরিচালক করণ জোহরের প্রযোজনা সংস্থা ধর্মা প্রোডাকশনের শেয়ার বিক্রির কথা শোনা যাচ্ছিল। গুঞ্জন ওঠে, প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার কিনতে পারে মুকেশ আম্বানির প্রতিষ্ঠান রিলায়েন্স। কিন্তু তা সত্যি হল না। করণ নিজের প্রযোজনা সংস্থার অংশীদারিত্ব ছেড়েছেন ঠিকই, কিন্তু অন্য পক্ষের কাছে। সেরাম ইনস্টিটিউটের সিইও আদর পুনাওয়ালার সেই ৫০ শতাংশ অংশীদারিত্ব নিয়েছেন।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, এক্স হ্যান্ডেলে চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ তরণ আদর্শ ধর্মা প্রোডাকশন নিয়ে এক বিবৃতি শেয়ার করেছেন। সেখানে জানানো হয়েছে, ধর্মা প্রোডাকশনে মোট ২০০০ কোটি রুপির বিনিয়োগ করছেন আদর পুনাওয়ালা। আপাতত ১০০০ কোটি রুপি দিয়ে ধর্মা প্রোডাকশন ও ধর্মাটিক এন্টারটেইনমেন্টের ৫০ শতাংশ অংশীদারিত্ব নিয়েছেন পুনাওয়ালা।

জানা গেছে, আগামীতে ধর্মা প্রোডাকশনে করণ জোহর নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবেন। সংস্থার সৃজনশীল সিদ্ধান্তগুলো তিনিই নেবেন। প্রধান নির্বাহী অফিসার হিসেবে থাকবেন অপূর্ব মেহতা। তিনি সংস্থার কৌশলগত দিক এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কাজে নজর রাখবেন।

ভাগ্যের ছোঁয়ায়
জিতল আর্সেনাল

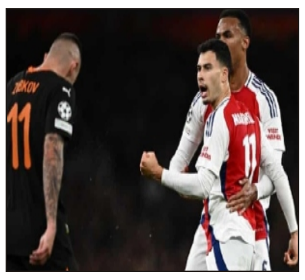

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আক্রমণে আধিপত্য দেখানো আর্সেনাল খুব সহজেই পেয়ে যেতে পারত গোলের দেখা। তবে ফিনিশিংয়ের দালগোল পাকানোয় কোন আক্রমণ পায়নি সফলতার দেখা।এর মধ্যে ত্রোসার মিস করে বসেন পেনাল্টি। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের ছোঁয়ায় স্বস্তির জয় পায় গানার্সরা।

এমিরেটস স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ইউক্রেনের ক্লাবটিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। প্রথমার্ধে আত্মঘাতী গোল করেছেন সফরকারী গোলরক্ষক।

তিন দিন আগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ২-০ গোলে হারের ধাক্কা সামলে জয়ের পথে ফিরল আর্সেনাল। মৌসুমে তাদের প্রথম হার সেটি।

শাখতারের বিপক্ষে বল দখলে রেখে শুরু থেকে বারবার আক্রমণে ওঠা আর্সেনাল গোলের জন্য লক্ষ্যে প্রথম শট রাখতে পারে ২৪তম মিনিটে। গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির পাসে রিকার্দো কালাফিওরির শট ঠেকান গোলরক্ষক।

চার মিনিট পরই এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। বক্সের ভেতর থেকে মার্তিনেল্লির নিচু শট পোস্টে লেগে শাখতার গোলরক্ষক দিমিত্রোর শরীরের পেছন দিকে লেগে জালে জড়ায়।

বিরতির আগে গ্যাব্রিয়েল জেসুসের শট ফিরিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণ-পালটা আক্রমণ হলেও গোলের দেখা পায়নি কোন দল।

নির্ধারিত সময়ে একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে না পারা শাখতার যোগ করা সময়ে চাপ বাড়ায় আর্সেনালের ওপর। ৯২তম মিনিটে গোল তারা পেয়েই যাচ্ছিল প্রায়। ১৮ গজ দূর থেকে পেদ্রিনিয়োর জোরাল শট ঝাঁপিয়ে এক হাতে ফিরিয়ে আর্সেনালকে বাঁচান গোলরক্ষক দাভিদ রায়া।

নতুন আঙ্গিকের এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার চার নম্বরে আছে আর্সেনাল। তাদের সমান ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে ৩৬ দলের মধ্যে ২৯ নম্বরে আছে শাখতার।

৪৮ বছর বয়সে ফুটবলে ফেরার কথা ভাবছেন টট্টি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফুটবলকে বিদায় বলেছেন সাত বছর আগে। বয়সও হয়ে গেছে ৪৮। এই বয়সে এসে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ফ্রাঙ্গেসকো টট্টি খেলোয়াড়ী জীবন নতুন করে শুরুর সুপ্ত বাসনার কথা শোনালেন।

ইতালিয়ান ক্লাব রোমার কিংবদন্তি তিনি। ক্যারিয়ারের পুরোটা সময় খেলেন এই ক্লাবেই। ১৯৯৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ে দলটির হয়ে ৭৮৬ ম্যাচ খেলে ৩০৭টি গোল করে খেলোয়াড়ী জীবনের ইতি টানেন টট্টি। দলটির হয়ে জেতেন একটি সেরি আ, দুইটি ইতালিয়ান কাপ ও দুইটি ইতালিয়ান সুপার কাপ।

সেরি আর কয়েকটি ক্লাব তাকে এখনও অবসর ভেঙে মাঠে ফেরার জন্য অনুরোধ করে বলে দাবি করেন টট্টি। অবশ্য নিজেই তেমন কোনো সম্ভাবনাকে পাগলামি বলে মনে করেন তিনি।

তিনি জানান, "কিছু সেরি আ ক্লাব আমাকে ফোন করেছিল। আমি স্বীকার করছি, তাদের আগ্রহ দেখে একটু হলেও এ বিষয়ে ভেবেছি আমি, পুরো ব্যাপারটাই পাগলামি। এটা কঠিন হবে, কিন্তু কখনোই হবে না, জীবনে এমন কিছু কখনও বলা যায় না।"

টট্টি আরও বলেন, "এমন অনেক খেলোয়াড় আছে, যারা অবসর নেওয়ার পরও ক্যারিয়ারে অনেক বছর খেলেছে। সবার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, কোথায় খেলছেন, বিষয়টা এর ওপরও নির্ভর করে। তবে আমাকে যদি সেরি আয় ফিরতে হয়, তাহলে আমাকে খুব ভালোভাবে অনুশীলন করতে হবে।"

২০০৬ বিশ্বকাপ জয়ী ও জাতীয় দলের হয়ে ৫৮ ম্যাচ খেলা টট্টি অবশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছেন, রোমার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লাৎসিও যদি তাকে ডাকেও, তারপরও এই দলের হয়ে খেলবেন না তিনি।

তিনি জানান, "লাৎসিও? (এই দলে খেলার বিষয়ে) আমি এমনকি বিবেচনাও করব না। দুই-তিন মাসের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে যাব-৪৮ বছর বয়সেও আমি খেলছি। এমন কোনো পাগলামি যদি আসলেই করি, তাহলে সেটা অবশ্যই ইতালিতে, দেশের বাইরে নয়। তবে এটা (ফেরাটা) হবে পাগলামি।"

চলতি মৌসুমে শুরুটা ভীষণ বাজে হয়েছে রোমার। লিগে প্রথম চার ম্যাচে জয়শূন্য থাকার পর তারা কোচ দানিয়েলে দে রস্সিকে ছাঁটাই করেছে। আট ম্যাচে দুই জয় ও চার ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে আছে দলটি।

বাংলাদেশের বিপক্ষে
আফগানিস্তানের ওয়ানডে দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহতে আগামী নভেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। এই সিরিজের জন্য ১৯ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)

সিরিজে আফগান দলে জায়গা পেয়েছেন ঘরোয়া ক্রিকেট ও ইমার্জিং এশিয়া কাপে ব্যাট হাতে আলো ছড়ানো সেদিকউল্লাহ আটাল।

এছাড়া একাদশে ফিরেছেন স্পিনার নুর আহমাদ। বাকি ১৭ সদস্যই গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে স্কোয়াডে ছিলেন। সিরিজটি তারা ২-১ ব্যবধানে জিতে নিয়ে ইতিহাস গড়ে।

বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগানিস্তান ওয়ানডে দল: হাশমাতউল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), রেহমাত শাহ, রাহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইকরাম আলিখিল, আব্দুল মালিক, রিয়াজ হাসান, সেদিকউল্লাহ আটাল, দারভিশ রাসুলি, আজমাতউল্লাহ ওমারজাই, মোহাম্মাদ নাবি, গুলবাদিন নাইব, রাশিদ খান, নানগেয়ালিয়া খারোটে, আল্লাহ মোহাম্মদ ঘাজানফার, নুর আহমাদ, ফাজাল হাক ফারুকি, বিলাল সামি, নাভিদ জাদরান, ফারিদ আহমাদ মালিক।

মেসির উপস্থিতিতে
মেজর লিগ সকারে দর্শকের রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) দর্শক উপস্থিতির সংখ্যা নতুন এক উচ্চতা স্পর্শ করেছে। এজন্য চলতি মৌসুমে স্পন্সরশিপ থেকে রেকর্ড আয়ও করতে যাচ্ছে প্রতিযোগিতাটি। আর এই সবকিছুর পেছনে যে লিওনেল মেসির উপস্থিতিই একমাত্র কারণ তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার পড়ে না।

মৌসুম শেষে মঙ্গলবার দর্শক সংখ্যার রেকর্ডের কথা জানায় এমএলএস। গত বছর থেকে এবার স্টেডিয়ামে দর্শক উপস্থিতি ছিল ৫ শতাংশ বেশি, সংখ্যায় যা এক কোটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার। ২০২২ সালের চেয়ে যা ১৪ শতাংশ বেশি।

গত এপ্রিলে, মেসির খেলা দেখতে ইন্টার মায়ামি ও স্পোর্টিং ক্যানসাস সিটির মধ্যকার ম্যাচে গ্যালারিতে ছিল ৭২ হাজার ৬১০ জন। মোট দুই ম্যাচে ছিল ৭০ হাজারের বেশি দর্শক আর পাঁচ ম্যাচে ৫০ হাজারের বেশি।

গড়ে ম্যাচপ্রতি দর্শকসংখ্যাও গড়েছে নতুন রেকর্ড, প্রতি ম্যাচে যা ২৩ হাজার ২৩৪ জন। মোট ২১৩ ম্যাচে সব টিকেট বিক্রি হয়ে যায়, এটাও একটা রেকর্ড। মেসির দল ইন্টার মায়ামির অ্যাওয়ে ম্যাচের হিসাব বাদ দিলেও, এবারের এমএলএসে দর্শকের গড় উপস্থিতি আগের চেয়ে বেশি।

ইন্টার মায়ামির পারফরম্যান্সেও পড়েছে মেসির প্রভাব। মেসি-সুয়ারেসদের নৈপুণ্যে এমএলএসে সর্বোচ্চ পয়েন্টের রেকর্ড গড়ে এবারের সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছে মায়ামি। ২০২০ সালে মেজর লিগ সকারে পথচলা শুরুর পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিযোগিতাটির প্রথম কোনো ট্রফির স্বাদ পায় ক্লাবটি।

দলকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে মাত্র ১৯ ম্যাচে ২০ গোলের সঙ্গে ১০টি অ্যাসিস্ট করেন মেসি।

সাপোর্টার্স শিল্ড জেতায় এমএলএস কাপ প্লে-অফের পুরোটায় নিজেদের মাঠে খেলার সুযোগ পেয়েছে ইন্টার মায়ামি।

প্রতিযোগিতাটির ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের ৯টি করে দল নিয়ে হয় এমএলএস কাপ প্লে-অফ। মেজর লিগ সকারের চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা হলো এমএলএস কাপ। এই পর্বেও দর্শকের নতুন রেকর্ডের প্রত্যাশা করছে কর্তৃপক্ষ।

বছর বাদে মাঠে ফিরেই খুশি নেইমার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আবু ধাবির হাজ্জা বিন জায়েদ স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে মেয়ে মাভিকে নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন ব্রুনা বিয়ানকার্দি। পারিবারিক সঙ্গী ছিলেন আরও দুজন। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আল হিলাল মিডফিল্ডার নাসের আল-দাওসারির বদলি হিসেবে মাঠে নামলেন নেইমার। হাসি ফুটল তার প্রেমিকা বিয়ানকার্দির মুখে। পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নেইমারের সব ভক্তদের মুখেও একই হাসি অনূদিত হওয়ার কথা। এক বছরের বেশি সময় পর মাঠে নামলেন নেইমার। অপেক্ষা ঘোচার সেই হাসিতে স্বস্তিই তো বেশি। গুরুতর চোট কাটিয়ে এক বছরের বেশি সময় পর মাঠে ফিরলেন নেইমার। আল আইনের বিপক্ষে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমে ভালোমতোই শেষ করলেন আল হিলালের তারকা ফরোয়ার্ড।

চোট কাটিয়ে, ক্লান্তিকর ও কঠিন পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে দুই দিন আগে অনুশীলনে ফেরেন নেইমার। সেদিনই হিলালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আল আইনের বিপক্ষে খেলবেন তিনি। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে অবশেষে সোমবার এই ম্যাচের ৭৭তম মিনিটে বদলি নামেন নেইমার। ওই সময় ৫-৩ গোলে এগিয়ে ছিল হিলাল। সউদী আরবের মিডফিল্ডার সালেম আল-দাউসারির হ্যাটট্রিকে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি তারা জেতে ৫-৪ ব্যবধানে। তার আগে রেনান লোদি হিলালকে এগিয়ে নেওয়ার পর তাদের দ্বিতীয় গোল করেন সের্গেই মিলিনকোভিচ। মরক্কোর ফরোয়ার্ড সুফিয়ান রাহিমির হ্যাটট্রিকে আল আইনও একটা সময় পর্যন্ত লড়াইয়ে ছিল। প্রতিপক্ষের চেয়ে গোলের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে বেশি শট নিলেও পরে আর পেরে ওঠেনি তারা। তাদের অন্য গোলটি করেন মাতেও সানাব্রিয়া।

বদলি হিসেবে মাঠে নামার পরপরই স্কোরলাইনে নাম লেখানোর সুযোগ পান নেইমার। আলেক্সান্দার মিত্রোভিচের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে জায়গা বানিয়ে জোরাল শট নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড, অল্পের জন্য সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। স্বাচ্ছন্দ্যে ম্যাচ শেষ করার প্রক্রিয়ায় তাৎক্ষনিক প্রক্রিয়ায় ব্রাজিল জাতীয় দলের রেকর্ড গোলদাতা বলেন, 'আমি ভালো বোধ করছি। আমি সবসময় ভালো দল পেয়েছি। আমি খুব খুশি। আমি ফিরে এসেছি! আমি ফিরে এসেছি!'

ফরাসি চ্যাম্পিয়ন পিএসজি থেকে গত বছরই সউদী প্রো লিগের ক্লাব আল-হিলালে যোগ দেন নেইমার। কিন্তু, একের পর এক চোটে নতুন ক্লাবের হয়ে পাঁচটির বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি তার। গত বছর অক্টোবরে উরুগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলার সময় সবশেষ এই চোট পান নেইমার। পরের মাসে এন্টেরিওর ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (এসিএল) চোট থেকে সেরে উঠতে করান অস্ত্রোপচার। এ কারণে গত জুন-জুলাইয়ের কোপা আমেরিকায়ও খেলতে পারেননি তিনি। ব্রাজিল দলে তার শূন্যতা অনুভূত হচ্ছে বলে সম্প্রতি জানান দলটির প্রধান কোচ দরিভাল জুনিয়র। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বেও এখন পর্যন্ত তাদের পথচলা তেমন সুখকর নয়। আগামী মাসে বাছাইয়ে আরও দুটি ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। নেইমারের মাঠে ফেরাটা তাদের জন্যও দারুণ সুখবর।

ভিনিসিয়ুসের হ্যাটট্রিক; রিয়ালের অবিশ্বাস্য জয়!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ মানেই রিয়াল মাদ্রিদ অবিশ্বাস্য কিছু করবে এটা নিশ্চিত! তেমনই এক নজির দেখা গেলো আজ। চাপ সামলে ঘুরে দাঁড়িয়ে আরও এক অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে গল্প লিখেছে তারা। সামনে থেকে যার নেতৃত্ব দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২২ অক্টোবর দিবাগত রাতে নিজেদের ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ৫-২ গোলের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ভিনি-রদ্রিরা। দলের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

ফেভারিট হিসেবে ঘরের মাঠে নামলেও শুরুটা একদম বাজে হয় রিয়ালের। প্রথমার্ধে তেমন জোরালো আক্রমণ করতেই পারেনি রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন দলটি। উল্টো নিজেদের ভুলে ৩৪ মিনিটের মধ্যে দুই গোল হজম করে তারা। এতে করে প্রথমার্ধে তারা ২-০ গোলে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায়। বিরতি থেকে ফিরে গোল পরিশোধে মরিয়া হয়ে ওঠে লসব্লাঙ্কোরা। তবুও ম্যাচের ৬০ মিনিট পর্যন্ত দুই গোলের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকতে হয়েছিল কার্লো আনচেলত্তির দলকে। এরপরই শুরু হয় তাদের অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন। ম্যাচের শেষ ৩০ মিনিট এবং অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে ৩৩ মিনিটের মধ্যে বরুশিয়ার জালে গুনে গুনে পাঁচ গোল দেয় রিয়াল। ম্যাচে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে হ্যাটট্রিক করেন রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। হয়েছেন ম্যাচ সেরাও। ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে প্রথমবার বল জালে জড়ানোর সুযোগ পায় বরুশিয়া। তবে সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি অতিথিরা। পরের কয়েক মিনিটে খানিকটা চাপ সৃষ্টি করে রিয়াল। তবে কয়েকবার গোলে শট নিয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র-কিলিয়ান এমবাপ্পেরা। সময় বাড়তে থাকলে খেলার গতি কমে। এই সময় নিজেদের ভুলে প্রথম গোল হজম করে রিয়াল। ম্যাচের ৩০ মিনিটে বক্সের বাইরে বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন লুকাস ভাসকেজ। বলের দখল নিয়ে সতীর্থ ডোনিয়েল মালেনকে পাস দেন তিনি। জোরালো শটে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন ডাচ ফরোয়ার্ড। পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই চার মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় গোল হজম করে রিয়াল। এই গোলেও তাদের রক্ষণের দুর্বলতা ফুটে ওঠে। বক্সে এদুয়াঁ মঁদিকে কাটিয়ে ডান দিক থেকে মালেন পাস বাড়ান বাঁ দিকে, সেখানে দুই ডিফেন্ডার ভাসকেজ ও এডার মিলিতাওয়ের মাঝ দিয়ে চোখের পলকে ছুটে গিয়ে গোল করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড জেমি গিটেনস।

দুই গোল খেয়ে যেন হুঁশ ফেরে রিয়ালের। হারিয়ে ফেলা গতিও ফিরে পায়। তবে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা মিলছিল না। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে চলতে থাকে প্রথমার্ধ। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা মিলছিল না রিয়ালের। তাই ২-০ গোলে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায় তারা। বিরতির পর আক্রমণে আরও জোর দেয় রিয়াল। আর ডর্টমুন্ড ঘর সামলানোতে মনোযোগ দেয়। এতে স্বাগতিকরা একের পর এক আক্রমণ করলেও তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। কয়েক দফায় সুযোগ তৈরি করেও দুর্বল শট নেন ভিনিসিয়ুস। চাপ ধরে রাখার ফল ধরা দেয় ৬০তম মিনিটে। শুরু থেকে বিবর্ণ থাকা সেন্টার-ফরোয়ার্ড এমবাপ্পের দারুণ ক্রস খুঁজে পায় ছয় গজ বক্সে রুডিগারকে, লাফিয়ে হেডে গোল করে ব্যবধান কমান জার্মান ডিফেন্ডার। এর দুই মিনিট পর ম্যাচে সমতায় ফিরে গ্যালাকটিকোরা। মদ্রিচের পাস বক্সের মুখে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি এমবাপ্পে, সেই সুযোগে স্লাইডে শট নেন এক ডিফেন্ডার, কিন্তু বল চলে যায় ভিনিসিয়ুসের পায়ে। অনায়াসে ফাঁকা জালে বল পাঠান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

প্রবল চাপের মাঝেই ৮২তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত বরুশিয়া। কিন্তু ফাঁকায় বল পেয়েও দুর্বল শটের কারণে গোল করতে ব্যর্থ হন মাক্সিমিলিয়ান। ওখান থেকে পাল্টা আক্রমণে প্রতিপক্ষের ছোট্ট এক ভুলের সুযোগে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। ভাসকেজ ডান দিক থেকে পাস দেয়ার চেষ্টা করলে বরুশিয়ার একজন ঠেকিয়ে দেন, কিন্তু বল পুনরায় চলে যায় ভাসকেজের কাছে। এরপর ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে দুরূহ কোণ থেকে জোরাল শটে বরুশিয়া গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন স্প্যানিশ তারকা।

৮৬তম মিনিটে অবিশ্বাস্য গোলে জয় প্রায় নিশ্চিত করেন ভিনিসিয়ুস। নিজেদের বক্সের পাশ থেকে বল ধরে প্রথমে ধীরে, পরে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে বক্সের বাইরে থেকে তার নেয়া জোরাল শট বরুশিয়ার জালে স্পর্শ কতেই পুরো বার্নাব্যু উল্লাসে ফেটে পড়ে। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে একক নৈপুণ্যে আরেকটি চমৎকার গোলে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ভিনিসিয়ুস। প্রতিপক্ষের একটু ভুলে বল ধরে বক্সে ঢুকে একজনকে কাটিয়ে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি। সব শঙ্কা দূরে ঠেলে বড় জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ে রিয়াল।

বাবা হলেন সরফরাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুত্র সন্তানের বাবা হলেন ভারতীয় ক্রিকেটার সরফরাজ খান। সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি দিয়ে নিজেই জানিয়েছেন সরফরাজ। সন্তানকে কোলে নিয়ে ছবি দেন তিনি। পাশে ছিলেন তার বাবা নওশাদ খান। মঙ্গলবার সরফরাজের জন্মদিন।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়েছিলেন সরফরাজ। তার ১৫০ রানের ইনিংসে ভর করেই ৪৬ রানের লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করেছিল ভারত। শেষ পর্যন্ত যদিও ম্যাচ জেতা সম্ভব হয়নি। এই বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক হয়েছিল সরফরাজের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম শতরান পেয়েছিলেন বেঙ্গালুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেই সাফল্যের পরেই পেলেন সুখবর।

মুম্বাইয়ের এক হাসপাতালে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন সরফরাজের স্ত্রী রোমানা জাহুর। বেঙ্গালুরু থেকে মুম্বাইয়ে গিয়েছিলেন সরফরাজ। ভারতের পরের ম্যাচ পুণেয়। সেই ম্যাচে শুভমন গিল দলে ফিরলে সরফরাজ জায়গা পাবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। যদিও বেঙ্গালুরুতে তিনি যেভাবে ব্যাট করেছেন, তার পর তাকে বসানো উচিত নয় বলে মনে করা হচ্ছে।

দীর্ঘ দিন ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল খেলার পর ভারতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন সরফরাজ। এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক হওয়ার সময় মাঠে উপস্থিত ছিলেন তার বাবা এবং স্ত্রী। টুপি পেয়ে বাবা এবং স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরেছিলেন সরফরাজ। ২০২৪ তার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় বছর। পেশাদার জীবনে যেমন সাফল্য পেয়েছেন, তেমন ব্যক্তিগত জীবনেও পেয়েছেন সন্তানকে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR